আমরা কেন ওপেন সোর্সের পক্ষে

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
মুনির হাসান

BDOSN	বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক

বিডিওএসএন প্রকাশনা-১
আমরা কেন ওপেন সোর্সের পক্ষে

প্রথম প্রকাশ	:	মার্চ ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	জানুয়ারি ২০০৭-০১-২৮
তৃতীয় মুদ্রণ	:	এপ্রিল, ২০০৮

কিছু স্বত্ব সংরক্ষিত

এই পুস্তিকার নিবন্ধত্রয় বিডিওএসএন প্রস্তাবিত সৃজনী সাধারণ ০.৯-এর আওতায় কপিরাইটকৃত। যে কেউ অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকার যতো খুশি কপি ও বিতরণ করতে পারবেন। কোনো পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না। তবে শর্ত থাকে যে অনুরূপ পুনঃপ্রকাশের সময় বর্তমান পুস্তিকা এবং লেখকের নাম যথাযথভাবে উলেখ থাকতে হবে।

প্রকাশক:
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক
২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
ওয়েব: http://www.bdosn.org

মূল্য: ১০ টাকা

নববর্ষের উপহার

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কিছুদিন আগে বিল গেটস সস্ত্রীক বাংলাদেশ থেকে ঘুরে গেছেন। অন্যদের কথা জানি না, আমি যেদিন প্রথম খবর পেলাম বিল গেটস বাংলাদেশে আসছেন, আমার বুকটা এক ধরনের আশঙ্কায় ছাঁৎ করে উঠেছিল। আমি জানি বিল গেটস বাংলাদেশে আসছেন সেটা নিয়ে সারা দেশে উত্তেজনা, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার গাড়িটা পর্যন্ত বিল গেটসকে ব্যবহার করতে ছেড়ে দিলেন। তাহলে আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল কেন?

কারণটা খুব সহজ। আমরা তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে দেশের জন্য কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখছি, দেশে অসংখ্য মানুষ তার জন্য চেষ্টা করছে। তার জন্য দরকার কম্পিউটার, কম্পিউটারের সঙ্গে দরকার তার অপারেটিং সিস্টেম, তার সফটওয়্যার। আমরা কম্পিউটারটা টাকা-পয়সা দিয়ে কিনি কিন্তু দেশের শতকরা প্রায় একশ ভাগ অপারেটিং সিস্টেম আর সংশিষ্ট সফটওয়্যার হচ্ছে বেআইনি কপি, যার প্রায় পুরোটাই হচ্ছে বিল গেটসের কোম্পানি মাইক্রোসফটের। বিল গেটস বাংলাদেশে এসে সবকিছু দেখে যদি ঘোষণা করতেন, এই দেশে কেউ বেআইনিভাবে তার অপারেটিং সিস্টেম আর তার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে না, বলা যায় আক্ষরিক অর্থে রাতারাতি বাংলাদেশের পুরো তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো ধসে পড়বে। এটা আমাদের জন্য খুব লজ্জার কথা যে, আমরা পুরো দেশের মানুষ বেআইনি সফটওয়্যার দিয়ে দেশ চালাচ্ছি, সোজা বাংলায় বলা যায় আমরা প্রায় সবাই একটি করে চোর!

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের কিন্তু চোর হয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা ইচ্ছে করলেই মাথা উঁচু করে সসম্মানে থাকতে পারি। কোনো একটি বিচিত্র কারণে সেটি ঘটে উঠছে না। যারা তথ্যপ্রযুক্তির জগতে খোঁজখবর রাখেন তারা ব্যাপারটি জানেন, সাধারণ মানুষ নাও জানতে পারেন।

আমার মনে আছে, প্রায় একযুগ আগে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম তখন প্রথম ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে। যত কম্পিউটার আছে তার সবগুলোর অপারেটিং সিস্টেম এবং সংশিষ্ট সফটওয়্যার আসছে বিল গেটসের মাইক্রোসফট কোম্পানি থেকে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রথম ধারণাটি এসেছিল জিরক্সের পালো আলটোর একটি ল্যাবরেটরি থেকে (পিএআরসি), প্রথমে ম্যাকিন্টশ কম্পিউটারে এবং পরে প্রচলিত পিসিতে সেই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করা হয়। এক সময় দেখা যায় যে, বলতে গেলে সব কম্পিউটারেই মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম! আমার মনে আছে, বেল কমিউনিকেশন্স ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে রাজা উজির মারতে মারতে আমি প্রায় সময়েই সবাইকে জিজ্ঞেস করতাম, 'এটা কেমন করে হয়, সারা পৃথিবীতে সকল কম্পিউটারে শুধু মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম? এটা তো ভালো হতে পারে না! অন্যেরা নতুন সলিউশান নিয়ে এগিয়ে আসছে না কেন?' লাঞ্চ খেতে খেতে সবাই মাথা চুলকাত, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না।

তখন সবার অগোচরে খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। আমার ধারণা, সেটা শুরু হয়েছে মাইক্রোসফট কোম্পানি এবং তার মালিক বিল গেটসের ব্যবসায়িক আগ্রাসন দেখে। সারা পৃথিবীর কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের দর্শন অনুভব করতে লাগলেন। তারা ভাবতে লাগলেন যে, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেরকম সবার অধিকার, তার জন্য আমরা যেরকম মূল্য ধরে দিই না, সফটওয়্যারের বেলাতেও সেটা হওয়া দরকার। সেই ভাবনা থেকে এসেছে নতুন একটা শব্দ, যার নাম হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (ড়ঢ়বহ ংড়ঁৎপব ংড়ভঃধিৎব) এবং যার অর্থ সফটওয়্যারের মধ্যে গোপন কিছু নেই; শুধু যে গোপন কিছু নেই তা নয়, সেটা বিতরণ করা হবে বিনামূল্যে। সফটওয়্যার নিয়ে ব্যবসা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো সবার এতে সমান অধিকার–এই চমৎকার দর্শনটি নিয়ে সারা

পৃথিবীর অসংখ্য কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ মিলে তৈরি করলেন বর্তমানকালের সবচেয়ে টেকসই অপারেটিং সিস্টেম 'লিনাক্স'। শুধু যে লিনাক্স তৈরি হলো তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে অন্যসব সফটওয়্যার, সারা পৃথিবীর সবার মধ্যে সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। মাহাথির মোহাম্মদ যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন তিনি এই দেশের মানুষকে বলে গিয়েছিলেন, 'তোমরা যত তাড়াতাড়ি পার লিনাক্সনির্ভর ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে চলে যাও।' তার এই উপদেশের পেছনে অনেক যুক্তি ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে লিনাক্সনির্ভর ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে চলে গিয়েছে, অনেক উন্নত দেশ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না নিলেও তাদের সব কাজকর্ম করছে মাইক্রোসফটের ওপর নির্ভর না করে।

এ দেশের মানুষের প্রায় সবাই বেআইনি চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহার করছে কিন্তু ইচ্ছে করলেই তারা মাইক্রোসফটের চোরাই অপারেটিং সিস্টেম থেকে মুক্তি পেতে পারে। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সফটওয়্যার কোনো অংশেই মাইক্রোসফটের চোরাই সফটওয়্যার থেকে খারাপ নয়। যারা এই বিষয়গুলোর বিশেষজ্ঞ তারা দাবি করেন, সেগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো। এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায়, এই মুহূর্তে আমরা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারগুলো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে যা যা করতে পারি, ওপেন সোর্সের সফটওয়্যার ব্যবহার করে তার সবকিছু করতে পারব। এবং সেটা আমরা করব মাথা উঁচু করে, সসম্মানে! কোনো একটা কোম্পানির সফটওয়্যার চুরি করে ব্যবহার করার অসম্মানটুকু আমাদের আর সহ্য করতে হবে না।

২.

ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সারা পৃথিবীর অসংখ্য কম্পিউটার বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, শখের তথ্যপ্রযুক্তিবিদের পুরোপুরি স্বেচ্ছাশ্রমে গড়ে উঠেছে। (শোনা যায় মাইক্রোসফট তার হটমেইলের সার্ভারেও নাকি নিজেদের সফটওয়্যার ব্যবহার না করে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে!) আমাদের দেশের বেশকিছু তরুণও ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের জন্য কাজ করছে। তারা আমাদের দেশের উপযোগী করে এই সফটওয়্যারগুলো প্রস্তুত করেছে। আমি যতদূর জানি, পুরোপুরি বাংলায় একটা অপারেটিং সিস্টেম দাঁড় করানোর কাজ চলছে। এতদিন সবাই ধরেই নিয়েছিল যারা কম্পিউটার ব্যবহার করতে চায় তাদের কম্পিউটার ব্যবহার করার আগে ইংরেজি শিখতে হবে, কিন্তু পুরোপুরি বাংলা অপারেটিং সিস্টেম দাঁড় করানো হলে হঠাৎ করে দেশের অল্প শিক্ষিত মানুষও কম্পিউটারের সুযোগ গ্রহণ শুরু করতে পারবে। এই মুহূর্তে আমার হাতে বাংলাদেশের ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছে, সেরকম যে কটি প্রতিষ্ঠানের নাম আছে সেগুলো লেখাটার পেছনে সংযুক্ত করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় দেশের পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানানো উচিত, বলতে গেলে সবার অগোচরে তারা দেশের জন্য একটা খুব বড় কাজ করে যাচ্ছে।

৩.

বিল গেটস বাংলাদেশ থেকে ঘুরে যাওয়ার পরদিন আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে খবরের কাগজ খুলেছিলাম। বাংলাদেশে তিনি কী করেছেন, কী বলেছেন সেটা জানার আগ্রহ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খবরের কাগজ দেখে আমার খুব আশাভঙ্গ হয়েছে; সেখানে বড় বড় ছবি ছাপা হয়েছে যে, বিল গেটস আর তার স্ত্রী ভাঙা কুঁড়েঘরে হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দেখছেন!

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ভাবমূর্তি রয়েছে। একটি ভাবমূর্তি হচ্ছে দুর্নীতির ভাবমূর্তি। পঞ্চমবারের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশের গানিটুকু আমাদের সহ্য করতে হয়েছে, যদিও এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের দুর্নীতি করার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। দেশের খুব ছোট একটা অংশের ভয়াবহ

দুর্নীতির জন্য পুরো দেশকে প্রতি বছর সারা পৃথিবীর সামনে এরকম লজ্জা পেতে হচ্ছে। যারা এই দুর্নীতি করছে তাদের বেশির ভাগকেই আমরা চিনি। আমার ধারণা, এখন তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করার সময় হয়েছে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাবমূর্তিটি হচ্ছেন জঙ্গি মৌলবাদীর ভাবমূর্তি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের মোটামুটি খোলাখুলি সহযোগিতা দিয়ে এটা বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। এখন এটা কী পর্যায়ে গিয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যখন অবস্থাটুকু সহ্যসীমার বাইরে চলে গিয়েছিল, তখন এক ধরনের ধরপাকড় শুরু হয়েছিল এবং অল্প কয়েক দিনের জন্য হলেও আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো এই জঙ্গি মৌলবাদীদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইদানীং সরকারের বড় বড় মানুষের কথা শুনে মনে হচ্ছে সেটি সত্যি নয়, তারা ঠিক আগের মতোই বলতে শুরু করেছেন, সব বোমাবাজির পেছনে রয়েছে বিরোধী দল! যার অর্থ জঙ্গি বোমাবাজদের ধরা এবং এর মূলোৎপাটন নিয়ে আমরা যে আশা করেছিলাম সেটা সত্যি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। একটি নাটক সবার বিনোদনের জন্য মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের তৃতীয় একটি রূপ রয়েছে, সেটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত, বন্যাপীড়িত, মঙ্গায় আক্রান্ত, হতদরিদ্র মানুষের রূপ। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য এবং যতদিন আমরা এ সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলতে না পারব ততদিন এর সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। পশ্চিমা দেশ আমাদের এই রূপটি দেখতে পছন্দ করে; হতদরিদ্র, ক্ষুধার্ত, রোগাক্রান্ত মানুষকে দেখতে চাইলেই তারা বাংলাদেশে চলে আসে। টাইম নিউজউইকে যখন বাংলাদেশের একটি শিশুর ছবি ছাপাতে হয়, তখন তারা খুঁজে খুঁজে রোগাক্রান্ত অপুষ্ট শিশুকে খুঁজে বের করে। এটা তাদের ভেতরে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে, সেখান থেকে টেনে বের করার উপায় নেই।

কিন্তু আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই, যখন আমি দেখতে পাই আমরা নিজেরাই যখন বাংলাদেশের একটি রূপ কাউকে দেখাতে চাই তখন খুঁজে খুঁজে বাংলাদেশের দরিদ্রতম মানুষকে খুঁজে বের করি। বিল গেটস পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশালী মানুষ সে কথাটি সত্যি, কিন্তু বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই মানুষটি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মানুষটি যখন বাংলাদেশে আসে তখন তাকে একটি হতদরিদ্র মানুষের কুঁড়েঘরে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে তার দারিদ্র্যকে প্রদর্শন না করে কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে কিংবা কোনো একটা স্কুল বা কলেজে নিয়ে গেলে কী ক্ষতি হতো? আমরা জানি, আমাদের অনেক সমস্যা কিন্তু আমরা তো সেই সমস্যার কথা বলে কাঁদুনি গেয়ে করুণা ভিক্ষা করতে চাই না, আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। আমাদের সেই ক্ষমতা আছে, সেটি পৃথিবীর সবাইকে বোঝাতে চাই। আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করছে। বুয়েট নামের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকরাই কি বিল গেটসের সঙ্গে খানিকটা সময় পাওয়ার বেশি অধিকার রাখেন না?

বিল গেটস চলে যাওয়ার পর আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি, তার বাংলাদেশ ভ্রমণ সম্ভবত তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে ছিল না। সেটি ছিল তার এবং তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি ফাউন্ডেশন নিয়ে। যেসব প্রতিষ্ঠানে তারা অর্থ বিনিয়োগ করছেন সেগুলো কী ধরনের মানুষের সেবা করছে, সেটা নিজের চোখে দেখতে এসেছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি এখনো তথ্যপ্রযুক্তিতে অবদান রাখতে পারে এরকম দেশ হিসেবে দেখতে প্রস্তুত নন। হতদরিদ্র, রোগাক্রান্ত, অপুষ্ট, দুস্থ মানুষের দেশ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। আমার খুব কষ্ট হয়, যখন দেখি আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে সেই রূপটিই দেখাই।

বেশ কয়েক বছর আগে জার্মানিতে একবার আমার একটি আন্তর্জাতিক মেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর সব দেশ তাদের প্যাভেলিওন তৈরি করেছিল। প্রত্যেকটি দেশ–সেটি যত অনগ্রসরই হোক, তারা সেখানে নিজেদের আধুনিক এবং বিজ্ঞানমুখী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল; বাংলাদেশ

ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের প্যাভেলিওনে ছিল একটা রিকশা, একটা ঢেঁকি, একটা পালকি এবং সাজানো ছিল একটা কুঁড়েঘর হিসেবে। আমি মনে করি না এটি আমাদের বাংলাদেশের সঠিক রূপ। আমাদের দেশের লাখ লাখ ছেলেমেয়ে এখন পড়াশোনা করছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে শিক্ষিত হচ্ছে, আমাদের এই নতুন প্রজন্ম আমাদের দেশকে কী দিতে পারে সে স্বপ্নটুকু হবে আমাদের বাংলাদেশের রূপ। যারা বাংলাদেশের দারিদ্র্য দেখিয়ে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পান, আমি তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। আমি একবারও অস্বীকার করি না, আমাদের দেশে দারিদ্র্য রয়েছে। কিন্তু সেই দারিদ্র্য দূর করতে পারবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানমুখী তরুণ প্রজন্ম। রিকশা চালিয়ে, ঢেঁকিতে ধান ছেঁটে, পালকি করে মানুষকে নিয়ে এই দারিদ্র্য দূর হবে না, তাহলে কেন আমরা পৃথিবীর সামনে এভাবেই নিজেদের দেখাব?

৪.

যে দিনটি দিয়ে নববর্ষ শুরু হয় সেই দিনটির আসলে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সেদিন অন্যদিনের মতোই সূর্য ওঠে, দিনের শেষে সূর্য অস্ত যায়। তবুও এই দিনটাকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখি। সারা বছর কেমন গিয়েছে সেটি একবার হলেও ভেবে দেখার চেষ্টা করি। প্রায় সময়েই আবিষ্কার করি বছরটি খুব ভালো যায়নি, তখন আমরা নতুন বছরটি যেন খুব ভালোভাবে যায় তার একটা পরিকল্পনা করি। প্রায় সময়েই সেই পরিকল্পনা হয় খুব ব্যক্তিগত। যারা সিগারেট খান তারা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন, ডায়াবেটিস রোগীরা সকালে হাঁটাহাঁটি করার পরিকল্পনা করেন, ফাঁকিবাজ ছাত্রছাত্রীরা নতুন বছরে নতুনভাবে পড়াশোনা করার ঘোষণা দেয়। সবসময়ই যে এই প্রতিজ্ঞা বা পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হয় তা নয়, কিন্তু তারপরও নতুন বছরের নতুন পরিকল্পনার একটা গুরুত্ব রয়েছে। বছরের একটি দিন আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেয়, নববর্ষে সেটাই হয়তো আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।

মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বপ্নের বাইরে দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে। যে স্বপ্ন আমরা স্পর্শ করতে পারি সেই স্বপ্ন দেখতে দোষ কী? নতুন যে বছরটি আসছে সে বছর বাংলাদেশের সব কম্পিউটার ব্যবহারকারী মানুষ চুরি করে আনা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ব্যবহার বন্ধ করে ওপেন সোর্সের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে শুরু করবে সেটা কী খুব চমৎকার একটা স্বপ্ন হতে পারে না? বিশেষ করে এই স্বপ্নটি যখন অর্জন করা খুব সহজ।

মাথা উঁচু করে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিসে আছে? বাংলাদেশে যত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যত ল্যাবরেটরি আছে, সবগুলো কি এই বছরটাতে চোরাই সফটওয়্যার পরিত্যাগ করে সারা পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা শুরু করতে পারে না? যত সরকারি-বেসরকারি অফিস আছে, সবাই কি তাদের বেআইনি সফটওয়্যারের পরিবর্তে ১০০ ভাগ আইনসম্মত সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না? যারা কম্পিউটারের ব্যবসা করেন, তারা কম্পিউটারে বেআইনি সফটওয়্যার পুরে না দিয়ে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারসহ মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারেন না? সবচেয়ে চমৎকার হয়, যদি আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করি যে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো আমরাও আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সব কাজ ওপেন সোর্স সফটওয়্যার দিয়ে করতে চাই, আর সরকার আমাদের জন্য সেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেয়।

একটা জাতিকে নতুন বছরে উপহার দেওয়ার জন্য এর থেকে সুন্দর কি আর কিছু হতে পারে?
বাংলাদেশের ওপেন সোর্সে কাজ করছে সেরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:

www.ankurbangla.org
www.bios.org.bd

www.ekushey.org
ওপেন সোর্স সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:
www.linux.org
www.openoffice.org
www.bengalinux.org
www.bdosn.org
www.mozilla.org

আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সফটওয়্যার

মুনির হাসান

বিগত বছরগুলোয় আমাদের দেশের সফটওয়্যার নির্মাতাদের কাজ আজ অনেক উন্নত ও পরিশীলিত হয়েছে। আমাদের তরুণদের বানানো সফটওয়্যার বিদেশে মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু দেশে এর প্রভাব সীমিত। ব্যাংকপাড়া থেকে ঘুরে আসুন। দেখবেন কেবল বিদেশী ব্যাংকগুলো নয়, আমাদের প্রধান প্রধান ব্যাংকগুলোও চলছে পার্শ্ববর্তী দেশের ব্যাংকিং সফটওয়্যার দিয়ে। এ সফটওয়্যারগুলোর বেশির ভাগই কোটি কোটি টাকা দিয়ে কেনা হয়। কেবল একবার কেনা নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার জন্য আমাদের খরচ করতে হয় কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা! কারণ কী? আমাদের তরুণ প্রোগ্রামাররা কি একটি আধুনিক বিশ্বমানের ব্যাংকিং সফটওয়্যার তৈরি করতে পারে না। অবশ্যই পারে। শুধু পারে যে তা নয়, তাদের তৈরি সফটওয়্যার এখন অন্য দেশের ব্যাংকগুলো কিন্তু ব্যবহার করে।

আমি যত দূর জানি, সেই সত্তরের দশকে বাংলাদেশের জন্য প্রথম ব্যাংকিং সফটওয়্যারের অন্যতম প্রণেতা ছিলেন বেগম শাহেদা মুস্তাফিজ। তার হাত ধরেই চালু হয় এনসিআর ব্যাংকিং সফটওয়্যারটি। এরপর লেখা হলো বেক্সি ব্যাংক। দীর্ঘদিন ধরে এ সফটয়্যারগুলো আমাদের ব্যাংকিং চাহিদা পূরণ করেছে। এগুলোর সবই ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং সিস্টেম। নব্বইয়ের দশকে এনি ব্রাঞ্চ ব্রাংকিং বা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ধারণা এ দেশে আশার পর একদল অতি উৎসাহী লোকজন আমাদের প্রোগ্রামারদের পেছনে লাগলেন। বলা হলো, এসব দিয়ে হবেটবে না। আমাদের দরকার একেবারে ফাইনাল সফটওয়্যার। তার পরই দেশের ব্যাংকিং খাতের সফটওয়্যার বাজার রাতারাতি চলে গেল ভারতীয় সফটওয়্যারের দখলে। শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বেশির ভাগই এখন ভারতীয় ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। শুনেছি, কোনো কোনো সফটওয়্যারে একটি নতুন ব্রাঞ্চকে সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য সফটওয়্যার কোম্পানিকে মাত্র ১০ হাজার ডলার দিতে হয়!

এবার অন্য প্রসঙ্গ। দীঘদিন ধরে আমাদের প্রাণের দাবি একটা বাংলা কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে সোজা রাস্তায়–একটি ভালো অপারেটিং সিস্টেমকে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে ফেলে। সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বলা হয় লোকালাইজেশন–সফটওয়্যারের আত্মীকরণ। আমরা অবশ্য এ লাইনে গেলাম না। ভিক্ষুক এতিহ্যের ধারক হয়ে আমরা ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছি মাইক্রোসফটের কাছে। যদি তারা দয়া করে উইন্ডোজে বাংলা যোগ করে দেন, তাহলে এ জাতি বড়ই কৃতার্থ হতে পারে! [কী আশ্চর্য, ৫ ডিসেম্বর ২০০5 হোটেল শেরাটনে আমাদের একজন কম্পিউটার নেতা মাইক্রোসফট স্থপতিকে এই বলে নিশ্চয়তা দিলেন যে, বাংলাদেশীরা অকৃতজ্ঞ নয়। তারা ভোরে ঘুম ভেঙে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিল গেটসের বন্দনা করবে।]

অথচ ওপরের দুটি সমস্যারই কত সহজ সমাধান সম্ভব। কেবল আমাদের চোখ ফেরাতে হবে ভিন্ন আঙিনায়। গড়তে হবে নিজেদের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতির মূলমন্ত্রই হলো ‘আমরা পারি’। কেবল পারি না, আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের স্বাধীনতার দায়দায়িত্বও আমরা বহন করতে পারি। এ জন্য যে সফটওয়্যার আমাদের স্বাধীনতা আর আমাদের নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সে রাস্তা থেকে সরে আসা প্রয়োজন।

না, এ কোনো কষ্টকল্পনা নয়। আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে রিচার্ড স্টলম্যান নামে এক রাগী তরুণ জনগণের জন্য জনগণের সফটওয়্যার আন্দোলনের সূচনা করেছেন। ফ্রি/ওপেন সোর্স সফটওয়্যার

আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোর জন্য নিয়ে এসেছে নতুন সম্ভাবনা, নতুন আনন্দ। সাইবার পরাধীনতা থেকে মুক্তির সোপান।
এ আন্দোলনের নাম ফ্রি/ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, সংক্ষেপে ফস (ঋৎবব/ঙঢ়বহ ঝড়ঁৎপব ঝড়ভঃধিৎব)। তবে আমাদের দেশে এটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নামে পরিচিত।

ওপেন সোর্স সফটওয়্যার
সব সফটওয়্যারই প্রোগ্রামিং কোড লিখে তৈরি করা হয়। ওই সফটওয়্যারের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনা করার জন্য ওই কোডে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনা করা দরকার। এ প্রোগ্রামিং কোডকে বলা যায় সোর্সকোড।
ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বলতে আমরা সেসব সফটওয়্যারকেই বুঝি, যেগুলোর সোর্সকোড সবাই এক্সেস করতে পারে। একটি বিশেষ লাইসেন্সের আওতায় এ সোর্সকোড সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। ওপেন সোর্স সফটওয়্যার হয়ে ওঠে সত্যিকারের ‘জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের সফটওয়্যার।’ আপনি, আমি কিংবা যে কেউ কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে ওই প্রোগ্রামের পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা নিজের প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করতে পারি। এর সহজ-সরল অর্থ হলো, কোনো একটিমাত্র কোম্পানি ওই সফটওয়্যারের মালিক নয়!
স্বাধীনতা মানেই পছন্দ আর পছন্দ মানেই ক্ষমতা!
আমার সফটওয়্যার আমার স্বাধীনতা
ফ্রি সফটওয়্যার। তবে তা সব সময় বিনামূল্যের নয়। ‘এটা কিনলে সেটা ফ্রি’র মতো নয়। এ ফ্রি হলো মুক্তি, স্বাধীনতা–বন্ধন ছেঁড়ার আনন্দ। চিন্তার বা বলার স্বাধীনতার সঙ্গে কেবল এর তুলনা করা যেতে পারে। কম্পিউটারে যে সফটওয়্যার আমি ব্যবহার করব তার কমপক্ষে চারটি স্বাধীনতা আমার চাই–
যেকোনো কাজে ওই সফটওয়্যার ব্যবহারের স্বাধীনতা (স্বাধীনতা ০),
সফটওয়্যারটি কীভাবে কাজ করছে তা বোঝা এবং আমার মতো করে তা পরিবর্তন করার স্বাধীনতা (স্বাধীনতা ১)। সোর্সকোড এক্সেস করতে পারা এই স্বাধীনতার পূর্বশর্ত,
প্রতিবেশীকে সাহায্য করার জন্য ওই সফটওয়্যার পুনঃবিতরণের স্বাধীনতা ((স্বাধীনতা ২), আর
সফটওয়্যারের উন্নতি করে তা সর্বসাধারণের জন্য বিতরণ করার স্বাধীনতা যাতে সম্পূর্ণ কমিউনিটি উপকৃ ত হয় (স্বাধীনতা ৩)। সোর্সকোড এক্সেস করতে পারা এই স্বাধীনতারও পূর্বশর্ত।
পুনঃবিতরণ বলতে বোঝানো হয়, এ সফটওয়্যারটি আপনি ইচ্ছামতো কপি করে আপনার বন্ধুকে ব্যবহার করতে দিতে পারবেন। কিন্তু সনাতনী বা প্রোপাইটরি সফটওয়্যারের বেলায় এটি করা যায় না।
ওপেন সোর্স কেবল উন্নত, ভালোমানের সফটওয়্যার সৃষ্টি করে না, তা আমার সফটওয়্যারের স্বাধীনতাকেও নিশ্চিত করে। এক কোম্পানির সৃজনশীলতাকে ওপেন সোর্স অসীম সম্ভাবনায় পরিণত করে।
অসীমের দ্বারে
ভাবছেন সফটওয়্যার বিক্রি করলে পয়সা পাওয়া যায় না, তা কে বানায় আর কে বা ব্যবহার করে।
অফুরন্ত সম্ভাবনার কারণে বলতে গেলে বিশ্বের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সার্ভার প্রোগ্রামগুলোর বেশির ভাগই ওপেন সোর্স সফটওয়্যার! ওয়েবসার্ভার (অ্যাপাচি), মেইল সার্ভার (সেন্ডমেইল ও কিউমেইল), ব্রাউজার (মজিলা ফায়ারফক্স), অফিস স্যুট (ওপেন অফিস) হলো অনেক পণ্যের মাত্র কয়েকটি। আর ওপেন সোর্সের পতাকাবাহী জিএনইউ/লিনাক্স তো আছেই।। আমাদের দেশে তো বটেই, এমনকি উন্নত বিশ্বেরও অনেক করপোরেট সংস্থা এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারীরা ওপেন সোর্সভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার করছে।

যারা ভাবেন ওপেন সোর্স দিয়ে ব্যবসা হয় না, কেবল স্বোচ্ছাসেবিতা হয়, তারা দয়া করে খোঁজ করবেন রেডহ্যাট (http://www.redhat.com), হিউলেট প্যাকার্ড (http://www.hp.com) বা আইবিএম (http://www.ibm.com) গেল বছরে ওপেন সোর্স খাতে কত ব্যবসা করেছে! কেবল সাপার্টে সেবা নয়, গ্রাহকদের নিজের দিকে টেনে এনে অন্য ব্যবসায়ও ওপেন সোর্সের বিকল্প এখন কেবল ওপেন সোর্সই।

ওপেন সোর্স ও আমার ভাষা

বাংলা, আমাদের মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা। সেই কবে থেকে বাংলায় কম্পিউটিং করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা কেন ওপেন সোর্সের পক্ষে তা বোঝার জন্য কেবল বাংলা ভাষায় অপারেটিং সিস্টেমের কথায় আমি বলি। সনাতনী সফটওয়্যার মডেলে আমরা যদি একটা বাংলা অপারেটিং সিস্টেম চাই, তাহলে আমাদের ধরনা দিতে হবে, সেসব বড় বড় সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের কাছে যারা অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে (যেমনটি আমরা এখন করছি)। তারা যদি মনে করে, বাংলায় কিছু একটা করলে তাদের ব্যবসা হবে তাহলেই তারা কেবল তাদের প্রোগ্রামারদের এ কাজে নিয়োগ করবেন। আমরা নানাভাবে, নানা ব্যঞ্জনায় আমাদের ভাষাকে ব্যবহার করি। ওই কোম্পানির কতিপয় প্রোগ্রামারের পক্ষে সেসব দ্যুতিময় বিষয়ের সব কিছু কি জানা সম্ভব!

কিন্তু ওই অপারেটিং সিস্টেম যদি হয় ওপেন সোর্সভিত্তিক, তাহলে কত সহজে না আমরা আমাদের অপারেটিং সিস্টেম পেতে পারি। এ অপারেটিং সিস্টেমের সবটুকুই হবে আমাদের নিজেদের জানা, নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে। সতত পরিবর্তনশীল আমার ভাষার সামান্য পরিবর্তনও আমি তাতে সংযোজন করতে পারব। কারণ ওই বাংলা অপারেটিং সিস্টেমের মালিক তো আমরাই। কেবল অপারেটিং সিস্টেম নয়, সব সফটওয়্যারের বেলায়ও এ কথা তখন সত্য হবে।

বাংলাদেশ ও ওপেন সোর্স

আমরা পিছিয়ে আছি বটে তবে একেবারে থেমেও নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ওপেন সোর্সের একটি কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। এদের কেউ কেউ করছেন উন্নত ওয়েবব্রাউজার তৈরির কাজ, কেউবা বানাতে চান বাংলা অপারেটিং সিস্টেম, কেউ কেউ দলবেঁধে কাজ করছেন, কেউবা এ পথ চলায় একাকী নিঃসঙ্গ। এরা দলবল মিলে এবারের সফটএক্সপোতে হাজির ছিল। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (http://www.bdosn.org) নামের স্টলটিতে অঙ্কুর, বায়োস, একুশে নামের কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী ওপেন সোর্স সংস্থার সদস্যরা তাদের কাজের নমুনা দেখিয়েছেন। যে বাংলা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আমরা বিল গেটসের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছি, সে বাংলা অপারেটিং সিস্টেমের একটি নমুনাও সেখানে হাজির ছিল। জেনেছি, এ মাসেই অপর একটি বাংলা লিনাক্স বাজারে আসবে।

সেই মেলায় ওপেন সফটওয়্যার-সংক্রান্ত একটি সেমিনারও ছিল। সেখানে জেনেছি একটি আধুনিক ব্যাংকিং সফটওয়্যারও আমাদের তরুণরা তৈরি করে ফেলেছেন ওই ওপেন সোর্সের মাধ্যমে। দেশের অন্যতম ইসলামী ব্যাংক– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ সেটি ব্যবহার করছে। রিজওয়ান আল বখতিয়ারের নেতৃত্বে একদল বাংলাদেশের তরুণ এ সফটওয়্যারটি বানিয়েছেন।

কাজেই সামনের সাইবার জগতের দিনগুলোয় আমাদের স্বাধীনতাকে আর আমাদের ভাষার মহিমাকে সমুন্নত রাখতে আমাদের ওপেন সোর্সের কাছেই যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি আমরা সেটা করব, ততই আমাদের মঙ্গল।

উন্মুক্ত সফটওয়্যারে বাংলা চর্চা
মুনির হাসান

বাংলা ভাষায় কম্পিউটারকে ব্যবহার করার উদ্যোগ অনেক পুরনো, সাফল্যও কম নয়। তবে যে অর্থে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার সর্বজনীন বলা যায়, তেমনটি কিন্তু এখনো হয়ে ওঠেনি। এখনো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার বলতে আমরা পুরনো 'আসকি' পদ্ধতিতে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এক্সেলে বাংলা লেখাকেই বুঝি। সে পদ্ধতিতেও আমরা কোনো সর্বজনীন মডেল দাঁড় করাতে পারিনি। ফলে এমনও হয়, এক বাংলা ফন্টে লেখা ফাইল অন্য বাংলা ফন্টে আবর্জনা হয়ে যায়।আমরা হয়তো এই চক্কর থেকে বের হতেই পারতাম না, যদি না ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের আবির্ভাব হতো।

ইউনিকোড সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের জন্য বয়ে আনল বিশেষ সুসংবাদ। আগের আসকি কোডসেটের পরিবর্তে পাওয়া গেল ইউনিকোড। ঠিকমতো উদ্যোগ নেওয়া না হলেও শেষ পর্যন্ত ইউনিকোডে আমাদের প্রায় সব বর্ণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ঠিকমতো পাওয়া গেল। তারপর বাকি ছিল একটি কি-বোর্ড লে-আউটের সর্বজনীনতা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে গঠিত প্রমিত কি-বোর্ড প্রণয়নের জাতীয় কমিটি ২০০৪ সালেই আমাদের জন্য একটি প্রমিত জাতীয় কি-বোর্ড করে দিয়েছে। তারা আরো যেটি করেছে তা হলো বাংলা বর্ণের কোলেশন অর্ডারের তালিকা। এরই মধ্যে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (একুশে ও অন্যান্য) এই কি-বোর্ডের জন্য দরকারি ইনপুট ম্যানেজার ও ড্রাইভারও তৈরি করে ফেলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এসবই করা হয়েছে সফটওয়্যার লেখার জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রামিং সংকেত (ওপেন সোর্সকোড) দর্শনকে মাথায় রেখে। ফলে যা কিছু হচ্ছে তার সবই সাধারণের জন্য বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

কেন এই উন্মুক্ত সংকেত

কেবল বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে নয়, উন্মুক্ত (ওপেন সোর্স) সফটওয়্যার তার ব্যবহারকারীকে দেয় ইচ্ছামতো ব্যবহারের, পরিবর্তনের কিংবা পুনঃবিতরণের স্বাধীনতা। আমাদের মতো দেশে যেখানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের চেয়ে আসল সফটওয়্যারের দাম অনেক বেশি, সেখানে চোরাই সফটওয়্যারের ব্যবহার থাকবেই। উন্মুক্ত সফটওয়্যারের ব্যবহার চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহারের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়। সেই সঙ্গে সফটওয়্যারের ওপর নিজের অধিকার ষোল আনাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা সফটওয়্যারের জন্য তাই ওপেন সোর্সই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য এমনটা ভাবাই যায়।

সফটওয়্যারের আত্তীকরণ

যেকোনো ভাষায় কম্পিউটার সফটওয়্যার আত্তীকরণের আছে নানা ধাপ। কম্পিউটারের বিজ্ঞজনরা এটিকে বলেন 'লোকালাইজেশন'। প্রিয় পাঠক, তারা কিন্তু এটিকে কেবল 'ভাষান্তর' বলেন না। কারণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে না। সংস্কৃতির আত্তীকরণটা আরো বেশি জরুরি। যেমন লাল রঙ হলো আমাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। লাল মানে খুশি। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে লাল মানেই বিপদ, আতঙ্ক। আবার সাদা হলো আমাদের কাছে শুভ্রতা, বিশুদ্ধতার প্রতীক। অথচ জাপানিদের কাছে সাদা মানেই মৃত্যু। তেমনি আমাদের কৃষক কিংবা খেটে খাওয়া লোকদের প্রধান পোশাক লুঙ্গি। অথচ ইউরোপ বা আমেরিকায় সেটি লেভির জিন্স। কাজেই ইংরেজি কথাগুলো কেবল বাংলা করে দিলেই একটি সফটওয়্যার কোনোভাবেই আমাদের সফটওয়্যার হবে না। এটিকে অবশ্যই সব অর্থে বাংলাদেশী সফটওয়্যার হতে হবে।

কীভাবে এখন তা করা যাবে? একটা বুদ্ধি হতে পারে, নতুন করে চাকা আবিষ্কার করা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাংলাতেই সব কম্পিউটার সফটওয়্যার বানানো। জানি, বলবেন এ নেহাতই পাগলামি। এ জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী কেউই এ পথে পা দেয়নি, আমরাও দিতে চাই না। দ্বিতীয় উপায় হলো চলতি সফটওয়্যারগুলোকে বাংলায় আত্তীকরণ (কেবল ভাষান্তর নয়) করে ফেলা। আত্তীকরণের কাজটাও দুইভাবে করা যায়। যাদের সফটওয়্যার, তাদের কাছে ধরনা দেওয়া বা যে সফটওয়্যার আমাদের, তার খোলনলচে পাল্টে ফেলা।

তা আমাদের সফটওয়্যার কোনগুলো? হ্যাঁ, যেগুলোর মালিক সারা পৃথিবীর মানুষ। যে কেউ যে সফটওয়্যার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনা করতে পারে, সে সফটওয়্যার তো আমাদেরই। এমন সফটওয়্যার তো দেড় দশক ধরেই বাজারে রয়েছে–ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। এগুলোর সোর্স কোড বা প্রাণ ভোমরার মালিক আমরা সবাই। আত্তীকরণের সুবিধার জন্য বর্তমান ওপেন সোর্স সফটওয়্যারগুলো নানা স্তরে স্তরীভূত। এর সবচেয়ে মূলে থাকে হার্ডওয়্যারের সঙ্গে ভাববিনিময়ের অংশটি, আর এর ওপরে একে একে থাকে বহিরাবরণ। এরপর মেনু, মেসেজ, বক্স ইত্যাদি মূল প্রোগ্রাম থেকে আলাদা করা যায়। ফলে মূল কার্যকর অংশে হাত না দিয়েও ভাষান্তরের কাজের অনেকখানি করে ফেলা যায়। এসব বিবেচনা করে বেশ কয়েক বছর আগে তানিম আহমেদ নামে এক বাঙালি যুবক প্রথম বাংলা অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ট্রিবিউশন (বিভিন্ন দরকারি সুবিধাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম) তৈরির কাজে হাত দেন। স্বভাবতই এটি শুরু হয় ওপেন সোর্সের পতাকাবাহী পণ্য জিএনইউ লিনাক্সের বাংলা স্থানীয়করণের মাধ্যমে।

বাংলা লিনাক্স

বেশ কয়েক ঘরানার লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের চেহারায় (ইন্টারফেস) বাংলা যুক্ত করার কাজ অনেকখানি হয়ে গেছে।বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন তরুণের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অংকুর (www.ankurbangla.org) ইতিমধ্যে জনপ্রিয় লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন রেডহ্যাট, ফেডোরা কোর (সংস্করণ ৪ সমাপ্ত, ৫-এর কাজ চলছে), ম্যানড্রিভা, সুসি ও নপিক্সের বাংলা স্থানীয়করণের কাজ শেষ করেছে। এ ছাড়া লিনাক্স ডেস্কটপ জেনোম ও কেডিই-এর বাংলাকরণের কাজও শেষ। শুধু তাই নয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বেসিসের সফটওয়্যার মেলা ‘সফটএক্সপো ২০০৫’-এ বের হয়েছে অংকুরের ‘বাংলা লাইভ সিডি’।

অফিস ও ওয়েবসাইট দেখার সফটওয়্যার

অপারেটিং সিস্টেম ছাড়াও ওপেন সোর্সের অন্যান্য প্রায়োগিক সফটওয়্যার নিয়েও কাজ করছেন বাংলাদেশী স্বেচ্ছাসেবীরা। এর মধ্যে উন্মুক্ত সোর্স কোডভিত্তিক জনপ্রিয় অফিস স্যুট ওপেন অফিসের বাংলা সংস্করণের কাজও সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার এই অফিস প্যাকেজ সফটওয়্যারটি পাওয়া যাবে http://bn.openoffice.org ঠিকানার ওয়েবসাইট।ওয়েবসাইট দেখার জনপ্রিয় সফটওয়্যার মজিলা ফায়ারফক্স ও ই-মেইল আদান-প্রদানের সফটওয়্যার থান্ডারবার্ডের বাংলা করার কাজও শেষ।

আরো কিছু

জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের বাংলা সংস্করণের কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। গুগলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমাদের একদল তরুণ এই কাজটি সম্পন্ন করছেন। বাংলা গুগলের ছোঁয়া পাওয়া যাবে www.google.com.bd এসবের পাশাপাশি ইউনিকোডভিত্তিক নানা রকম ফন্ট সম্পাদনার সফটওয়্যারও বানানো হয়েছে, আরো হচ্ছেও।

ইন্টারনেট ও বাংলা

ইন্টারনেটে এখন বাংলা ভাষায় অনেক তথ্য রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব বাংলা দৈনিকেরই এখন ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে বাংলাভাষী ব্যবহারকারীদের জন্যও ইন্টারনেট হয়ে উঠছে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার। বেশির ভাগ প্রকাশনা পুরনো পদ্ধতিতে বলে, সার্চ ইঞ্জিনগুলো এখনো বাংলা পত্রিকায় থাকা তথ্য খুঁজতে পারে না। তবে পত্রিকাগুলো অচিরেই নিজেরা ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করবে বলেআশা করা যায়।

আমরা কি যাব না তার কাছে, যে বাংলায় কথা বলে?

আমাদের দেশের সব মানুষের কাছে যদি আমরা কম্পিউটার বা তথ্যপ্রযুক্তিকে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সবকিছু বাংলায় করতে হবে।

অনেকেই ভাবছেন প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মতো এবারও আমরা আপনাদের একটা দিবাস্বপ্নের কথা শোনাব। তবে আমি কথা দিচ্ছি, আগামী বছরেই আমি আপনাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন গল্প শোনাতে পারব।

তথ্য ঋণ: মাহে আলম খান, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক